UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

# সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 44 ❑ 18 Jan., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

## প্রস্তাবিত বাজিহাব নিয়ে বাস্তুতন্ত্র কমিটি গঠন করে আন্দোলনে অসন্তোষ গ্রামবাসীর

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁ ব্লকের চৌবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি বাজিহাব তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই বাজিহাব নদীর মোহনায় তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন গ্রামের বাসিন্দারা। তারা পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র কমিটি গঠন করে ওই এলাকায় বাজিহাব বন্ধ করার দাবি করেছেন। এই উপলক্ষে বুধবার বিকেলে কমিটির পক্ষ থেকে চৌবেড়িয়া বাজারে একটি পথসভা করা হয়। কমিটির সভাপতি প্রদীপ সরকার বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি সবুজ বাজির হাব হবে। বাস্তবে সবুজ বাজীর হাফ বলে কিছু হয় না। এই বাজি পরিবেশের আরো ক্ষতি করে। তার দাবি, যেখানেই বাজি কারখানা তৈরি হয়েছে সেখানে বিস্ফোরণ ঘটেছে। এগরাতে ১১ জন, দত্তপুকুরে ৯'জন মানুষ বাজি কারখানার বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন। নদীর মোহনায় আমরা বাজির কারখানা করতে দেবোনা।

আন্দোলনকারীরা জানিয়েছে, চৌবেড়িয়া এক গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌবেড়িয়া গ্রামে যমুনা ও পার্বতী নদীর মোহনাকে বন্ধ করে ২৪ একর জমির উপর বাজি হাব তৈরীর প্রচেষ্টা চলছে। এই কাজের সমীক্ষা ও অন্যান্য প্রক্রিয়া চলছে। বলা হচ্ছে, এখানে সবুজ বাজি তৈরি করা হবে। কিন্তু তাঁরা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছে, সবুজ বাজির হাব বলে কোন বাজি হাব হয় না। সবুজ বাজি বলে বাজারে যে সমস্ত বাজি বিক্রি হয় তা পরিবেশের পক্ষে আরও বেশি ক্ষতিকর।

গ্রামের বাসিন্দাদের কথায়, 'মানব শরীরে যেমন শিরা উপশিরার মাধ্যমে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া চলে ঠিক তেমনি পৃথিবীর ধমনী তন্ত্র হল নদী ও উপনদী। সে কারণে আমরা এলাকাবাসী সঙ্গবদ্ধ হয়ে তৈরি করেছি পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষা কমিটি। জেলা প্রশাসনের কর্তারা জানিয়েছেন, জমি এখনো হস্তান্তর হয়নি। জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

## অযোধ্যার অক্ষত চাল সীমান্ত পেরিয়ে পৌঁছাল বাংলাদেশে

প্রতিনিধি ঃ আগামী ২২ তারিখ রামমন্দির উদ্বোধন। তারই আগে সীমান্ত পেরিয়ে অযোধ্যার অক্ষত চাল পৌঁছে গেল বাংলাদেশে।

বুধবার বনগাঁ উত্তর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক আশোক কীর্তনীয়া সহ হিন্দু সনাতনী সম্প্রদায়ের মানুষেরা পেট্রাপোল সীমান্তের জিরো পয়েন্টে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশী সনাতনী হিন্দু ধর্মের মানুষের হাতে তুলে দিল অযোধ্যার পুর্ণ্যভূমির রামচন্দ্রের পূজিত চাল। সঙ্গে ছিল রাম জন্মভূমির ছবি সহ লিফলেট। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তা অনুযায়ী আগামী ২২শে জানুযারী রাম মন্দির উদ্বোধনের প্রাক্কালে ওপার বাংলার হিন্দু সনাতনী ধর্মের মানুষের বাড়িতে সন্ধ্যা প্রদীপ প্রজ্বলনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দু'দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। রাম জন্মভূমির অক্ষত চাল হাতে পেয়ে খুশি বাংলাদেশের সকল হিন্দু সনাতনী ধর্মের মানুষেরা।

## একই রাতে ছ'টি বাড়িতে আগুন

প্রতিনিধিঃ একই রাতে একই বাড়ির ছয়টি বিচালী ও পাট কাঠির গাদায় আগুনের ঘটনা ঘটল বাগদা থানার রনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিহরপুর গ্রামে। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে দুষ্কৃতীরা বিচালী, পাট কাঠির গাদায় আগুন লাগিয়ে চম্পট দেয়। মাঝরাতে আগুন দেখতে পেয়ে প্রতিবেশীরা সেই আগুন নিভিয়ে ফেলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বাগদা থানার পুলিশ। বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে যায় বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পরিতোষ সাহা। তিনি বলেন ,অসামাজিক লোকজন এই ধরনের আগুন ধরানোর ঘটনা ঘটিয়েছে। এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক শত্রুতা বা অভিসন্ধি নেই। পুলিশ অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করুক।

## বেপরোয়া ট্রাকে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু মায়ের, গুরুতর জখম বাবা

## বাকরুদ্ধ পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র

প্রতিনিধি ঃ ছেলেকে স্কুলে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বেপরোয়া টাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল মহিলার। গুরুতর আহত স্বামী বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল থানার রাখালদাস স্কুলের সামনে যশোর রোডে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত মহিলার নাম শ্রাবনী পাল (৩৫)। আহত স্বামীর নাম সৌমেন পাল। বাড়ি বনগাঁ শিমূলতলা এলাকায়। পেশায় ব্যবসায়ী। ঘাতক ট্রাকটিকে আটকের পাশাপাশি বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও অনিচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগে ট্রাকচালক কমল মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, যশোররোড দিয়ে পেট্রাপোলগামি ও পণ্য খালি করে ফেরা ট্রাকগুলি বেপরোয়া ভাবে চলাচল করে। এর ফলে এলাকায় ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সৌম্যদীপ পাল ছয়ঘরিয়া এলাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে লেখাপড়া করে। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সে। দৈনিক তার বাবা অথবা মা সকালে স্কুলে দিয়ে আসত। এদিন সকালে ছেলের ইচ্ছায় বাবার বাইকে করে মায়ের সঙ্গে স্কুলে গিয়েছিল সে। তাকে স্কুলে নামিয়ে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। যশোর রোড দিয়ে আসার সময় পেট্রাপোলে বন্দরে পণ্য খালি করে বেপরোয়া গতিতে একটি ট্রাক বাইকের পেছনে চলে আসে। ট্রাকটিকে পাস দিতে গিয়ে বেসামাল হয়ে বাইক থেকে পড়ে যায় ওই দম্পতি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন ট্রাকের পেছনের চাকা শ্রাবনীর মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। রাস্তার পাশে পড়ে গুরুতর জখম হয় স্বামী সৌমেন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাকে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সৌমেনের ভাইপো অর্পণ পাল। তিনি বলেন, 'কেউ মারা গেলে পুলিশ প্রশাসন দু-একদিন নাড়াচাড়া করে তারপরে যা তাই হয়ে যায়। এত দুর্ঘটনা! অথচ কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। ট্রাকে একটার পর এক মানুষ দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে। কদিন আগেও ওই এলাকায় দুর্ঘটনা হয়েছে। এই রাস্তায় ট্রাক চলাচলে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বাসিন্দাদের বক্তব্য 'ওই এলাকায় অনেকগুলো স্কুল রয়েছে। সংকীর্ণ যশোর রোড দিয়ে বেপরোয়া গতিতে ট্রাক চলাচল করে। পুলিশের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। থাকলে এ ধরনের ঘটনা ঘটত না।

দুর্ঘটনার কিছু সময় পর সৌম্যদীপকে স্কুল থেকে বাড়িতে এনেছে তার পরিবারের সদস্যরা। মায়ের মৃত্যুর খবরে বাকরুদ্ধ হয়েছে সে।

## স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে ধৃত স্বামী

প্রতিনিধি ঃ স্ত্রীকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগে স্বামীকে গ্রেফতার করলো বনগাঁ থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে বনগাঁ থানার কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মেয়ের বাড়িতে এসে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। শনিবার সকালে বড় মেয়ে মৌ মন্ডল বাবার বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় অভিযোগ করলে ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ শনিবার সন্ধ্যায় হাওড়া ময়দান এলাকা থেকে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে তাঁকে বনগাঁ

তৃতীয় পাতায়...

## সীমান্তে উদ্ধার ১৩ লক্ষ টাকার সোনা

প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশ থেকে ভারতে সোনা পাচারের সময় দুই বাংলাদেশি যাত্রীকে হাতেনাতে ধরল বিএসএফ। ভারতের পেট্রাপোল সীমান্ত এলাকার ঘটনা। বিএসএফ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সমর ধর ও রিনা ধর, দু'জন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১৯৪ গ্রাম সোনা, বাজারে যার মূল্য প্রায় ১৩ লক্ষ ১ টাকা। শনিবার ধৃতরা পাসপোর্ট এর মাধ্যমে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে পেট্রাপোলে আসে। জওয়ানেরা প্রথমে তাদের সন্দেহজনকভাবে আটক করে। উদ্ধার হওয়া সোনা ও দুই পাচারকারীকে পেট্রাপোল শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেয় ১৪৫ নম্বর ব্যাটালিয়ানের জওয়ানরা।

## প্রতিবন্ধীদের সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান

নীরেশ ভৌমিকঃ ভারত সরকারে এ ডি আই পি প্রকল্পে এক সামাজিক অধিকারিতা শিবির অনুষ্ঠিত হয় চাঁদপাড়া। গত ১২ জানুয়ারি যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্ম জয়ন্তী মহা সমারেহে উদ্‌যাপন করে ভারতীয় জনতা পার্টির গাইঘাটা ব্লক কমিটি। চাঁদপাড়া বাস স্ট্যান্ড পার্শ্বস্থ চত্বরে আয়োজিত স্বামীজি স্মরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীগণ সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বামীজিকে স্মরণ করেন ও শ্রদ্ধা জানান। মধ্যাহ্নে দলীয় কর্মসূচীতে অংশ নেন কেন্দ্রের বন্দর, জাহাজ

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
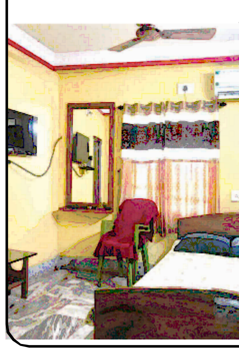
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas

Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❒ সংখ্যা ৪৪ ❒ ১৮ জানুয়ারী, ২০২৪ ❒ বৃহস্পতিবার

# পশ্চিমে ঢলে পরা বামেদের ভবিষ্যৎ কি?

স্বাধীনতা উত্তর যুগ থেকেই বামেদের উত্থান। আগে একটি দল সিপিআই ছিল পরে ভেঙে বহু দলে বিভক্ত হয়েছে তারা যদিও এসইউসি ছাড়া বাকি তথাকথিত কমিউনিস্টরা একত্রে বামফ্রন্ট গড়েছিল বা কোথাও এলডিএফ বা লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। ২০১১ তে পশ্চিমবঙ্গ হাতছাড়া হয় তারও কয়েক বছর পরে হাতছাড়া হয় ত্রিপুরাও। এই বঙ্গে সিপিএম বিদায় নেওয়ার পরে এমন কোনও ভোটের ফল দেখা যায় নি যেখানে আদপে তাদের ফিরে আসার সম্ভবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে তারা চির রাজনৈতিক শত্রু কংগ্রেসের সঙ্গে কোথাও কোথাও হাত মিলিয়ে ভোট লড়েছে বটে কিন্তু সিপিএমের দিকে সুবিধা এসেছে এমন তথ্য নেই। কাজেই প্রশ্ন থেকে যায় বাম সূর্য কি পশ্চিম আকাশে চলে যাচ্ছে?

২০২১ এর বাংলার বিধানসভা ভোটে তারা শূন্যতে পৌঁছিয়েছে। দশা একই কংগ্রেসেরও কিন্তু কংগ্রেসের এ রাজ্য থেকে লোকসভায় দুই প্রতিনিধি রয়েছে যা সিপিএম বা বামেদের নেই। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর ৫টি উপনির্বাচন হয়েছে এবং পৌরসভা পঞ্চায়েত ইত্যাদি নির্বাচন হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে উপনির্বাচনগুলিতে দক্ষিণবঙ্গে সিপিএম কিছু ভোট পেয়েছিলো, বিশেষ করে বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানে বেশ কিছু ভোট পেয়েছিলো। এরপর পৌরসভা নির্বাচনে মধ্য বাংলার একটি পৌরসভা দখলও করেছিল। পরে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কিছু আসন পেয়েছিলো বটে কিন্তু তা বুক ফুলিয়ে বলার মতো জায়গায় নেই বরং সেই বিজেপি দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে।

আসলে তৃণমূল বিরোধী বা বলা ভালো মমতা বিরোধী ভোটাররা আর বামেদের উপর আস্থা না রেখে সবেগে বিজেপির দিকেই চলে গিয়েছে। সর্বত্রই পরাজয় এমনকি তাদের দখলে থাকা কেরালাতেও পরাজিত 'বন্ধু' কংগ্রেসের কাছে। রাজ্য কংগ্রেসের মধ্যে এই অবস্থান দেখে গুঞ্জন শুরু হয়েছে যে এই সিপিএমের সাথে জোট বেঁধে লড়লে আখেরে তাদের ক্ষতি কাজেই ধীরে ধীরে তৃণমূলের দিকে তারা অবস্থান বদলাতে চাইছে। তাহলে বামেদের কি হবে ? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মা গঙ্গাই জানেন। গঙ্গা প্রাপ্তির আগে পারবে কি বামেরা কিছু করতে, লক্ষ টাকার প্রশ্ন।

## স্বাস্থ্য কথা

**অরিত্র সাহা**
চিকিৎসক, বনগাঁ সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতাল

সবুজ আপেলের সুস্থ উপকার বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যাক। সবুজ আপেল এক প্রকারের আপেল যা বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর উপাদানে সমৃদ্ধ। এটি সম্পূর্ণ পুষ্টির সূত্র, ভিটামিন, খনিজ এর গুণগত উপাদানে ভরপুর। সবুজ আপেলের মধ্যে প্রথম বলতে হয় তার উচ্চ আঁশের পরিমাণ। এটি ভিটামিন সি ও এ এবং খনিজ, যেমন ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম এবং ফসফরাসের এক উৎস হিসেবে কাজ করে। এটি বিশেষভাবে এন্টিঅক্সিডেন্ট, যা ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং অন্যান্য অসুস্থতা থেকে ব্যক্তিদের প্রতি প্রতিরোধ করে। সবুজ আপেলের মিষ্টি স্বাদ সমৃদ্ধ এবং সেটা প্রাকৃতিকভাবে শরীরের গ্লুকোজ স্তর বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। সবুজ আপেল খুবই শক্তিশালী একটি প্রাকৃতিক আন্তর্বিদ্যুতিক ড্রাগন যা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে সাহায্য করতে পারে। এটির শক্তিশালী এন্টিইনফ্লামেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা শারীরিক অসুস্থতার সাথে লড়াইতে সাহায্য করতে পারে এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য উন্নত করতে পারে।

সবুজ আপেল রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে এবং হৃদরোগ সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। এটি রক্তের কোলেস্টেরল স্তর নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে এবং বৃদ্ধির জন্য ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। সবুজ আপেল পাচনতন্ত্রের উন্নতি করতে সাহায্য করতে পারে এবং আপনার পাচনশক্তি বৃদ্ধি করতে পারে।

এটি প্রাকৃতিকভাবে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে এবং বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল উপচারের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আনতে পারে।

সবুজ আপেলে উচ্চ পরিমাণ ফাইবার রয়েছে, যা আপনার পাচন প্রক্রিয়া সহায়ক হতে পারে এবং আপনার পেটে ব্যথা এবং কজি সমস্যা দূর করতে সাহায্য করতে পারে। সবুজ আপেল যা আপনার ওজন কমাতে এবং স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। সবুজ আপেলে প্রাকৃতিকভাবে প্রকাশিত ফাইবার রয়েছে, যা আপনার পেটের বাড়তি ফাঁপ দূর করতে এবং আপনার পেটের সমস্যাগুলি দূর করতে সাহায্য করতে পারে। সবুজ আপেল আপনার পাচনশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। সম্পূর্ণ পরিস্থিতিতেই সবুজ আপেল একটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও প্রাকৃতিক খাবার হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এটি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে এবং বিভিন্ন রোগ এবং সমস্যার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। এটি প্রাকৃতিক উপাদানে ভরপুর ও স্বাদের সাথে পূর্ণ। তাহলে, সবুজ আপেল প্রতিদিন আপনার আহারে যুক্ত করে এর সুস্থ উপকার ভোগ করুন!

ভ্রমণ

# কানছা-দার দেশ নেপাল

অজয় মজুমদার

**গত সপ্তাহের পর...**

জটিযতীন নৃত্য — এটি মৈথিলী এবং থারু সম্প্রদায়ের লোকগানের উপর ভিত্তি করে যা তারা শ্রবণ পূর্ণিমা থেকে ভাদ্র পূর্ণিমা পর্যন্ত পরিবেশন করে। এটি নায়ক জট এবং নায়িকা যতীনের প্রেমের গল্প এবং তাদের জীবনের উপর ভিত্তি করে।

সখিয়া নৃত্য — এটি থারু সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহ্যবাহী নৃত্য যা দশাইন ও তিহার উৎসবে অতিবাহিত যুবতী ও ছেলেদের দ্বারা পরিবেশিত হয়।

লাঠি নাচ :— এটি থারু লাঠি নাচ নামেও পরিচিত। এটি মূলত দশাইন উৎসবের সময় পরিবেশিত হয়।

পরের দিন ১০ই ডিসেম্বর ২০২৩ সকাল ৫ টায় আমরা ফরেস্টের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সাফারীর গাড়ি রিসোর্টে এসেছিল। আমরা সুবিধা মতই বসে পড়লাম। ছাদখোলা গাড়ি। শীতে একেবারে কুঁকড়ে গেছি। অলিগলি পাকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে এলো চিতোয়ান ফরেস্টের মধ্যে। টিকিট সাফারি ড্রাইভার আগেই গিয়ে দেখালো। ফরেস্টের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া গেল। এই জঙ্গলের আগের নাম ছিল "রাজকীয় চিতবন রাষ্ট্রীয় নিকুঞ্জ" এবং এটি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও এটিকে ১৯৮৪ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এটি ৯০২ বর্গ কি.মি জমি নিয়ে গঠিত এবং উপ উষ্ণ মন্ডল থেকে তরাই উপত্যকা এবং দক্ষিনের চিতবন জেলায় অবস্থিত। এটি সমুদ্র পৃষ্ঠের নদী উপত্যকার ১০০ মিটার থেকে শিবালিক পাহাড়ের ৮১৫ মিটার উচ্চতার মধ্যে অবস্থিত।

উপস্থিত প্রাণিসমূহ বা ফনা — চিতোয়ান রাষ্ট্রীয় নিকুঞ্জে ৭০০ প্রজাতির অধিক বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ দিয়ে বিস্তৃত ও এছাড়া শঙ্খচূড় এবং শিলা পাইথন সহ সাপের অন্যান্য ১৭টি প্রজাতি, তারকা কচ্ছপ এবং গুই সাপ আছে। নারায়ণী নদীতে ২৩৫টি ঘড়িয়াল ছিল। কমতে কমতে ২০০৩ সালে মাত্র ৩৮ টি বন্য ঘড়িয়াল টিকে ছিল। ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত কাঠমান্ডু থেকে নেপালের দক্ষিণে যাত্রা কঠিন ছিল। কারণ এই এলাকায় শুধুমাত্র পায়ে হেঁটে পৌঁছাতে হতো এবং কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতো। সামন্তবাদী বড় খেলার শিকারীদের জন্য আরামদায়ক ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। সেখানে তারা কয়েক মাস বাঘ, গন্ডার, হাতি, চিতাবাঘ এবং শ্লথ ভাল্লুককে গুলি করে মারার জন্য কয়েক মাস অবস্থান করেছিল। ১৯৫০ সালে চিতওয়ানে বন ও তৃণভূমি ২৬০০ কিলোমিটার (এক হাজার বর্গমাইল) এর এরও বেশি বিস্তৃত ছিল। এই সময় ৮০০টি গন্ডার ছিল। মধ্যপাহাড়ের দরিদ্র কৃষকরা যখন আবাদি জমির সন্ধানে চিতওয়ান উপত্যকায় চলে আসে, তখন এলাকাটি পরবর্তীতে বসতি স্থাপনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। বন্যপ্রাণী শিকার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৭ সালে প্রথম বন্যপ্রাণী আইন এ দেশে শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে

চিতওয়ানে তার পরবর্তী জরিপের পর বন্যপ্রাণী সংরক্ষন সোসাইটি এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার। উভয়ের জন্য তিনি অরণ্যটি দক্ষিণে বাড়ানোর সুপারিশ করেন। ১৯৬০ এর শেষের দিকে চিতওয়ানের ৭০% জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছিল। ডিডিটি ব্যবহার করে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল এবং মাত্র ৯৫ টি গন্ডার অবশিষ্ট ছিল।

যখন জাতীয় উদ্যান হিসাবে মনোনীত করা হয়, তখন নেপালি সৈন্যরা পার্কের সীমানার ভিতরে অবস্থিত গ্রামগুলি ধ্বংস করে। ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। হাতি ব্যবহার করে মাঠ মাড়িয়ে দেয়। থারু জনগণকে বন্দুকের মুখে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। ১৯৭৭ সালে চিতওয়ানের বর্তমান আয়তন ৯৫২.৬৩ কি.মি বা ৩৬৭. ৮১ বর্গমাইল পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে নারায়নি- রপ্তি নদী ব্যবস্থায় উত্তর এবং পশ্চিমে এবং পার্কের দক্ষিণ পূর্ব সীমানা এবং ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে ৭৬৬. ১ কিমি একটি বাফার জোন যুক্ত করা হয়েছিল। পার্কের সদর দপ্তর কাছাড়ায় ঘড়িয়ালের কাছেই গড়ে উঠেছে কচ্ছপ ও কচ্ছপ সংরক্ষণ প্রজনন কেন্দ্র। ২০০৮ সালে একটি শকুন প্রজনন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছিল। যার লক্ষ্য ছিল দুটি জিপস নতুন প্রজাতির প্রতিটি ২৫ জোড়া ধারণ করার লক্ষ্যে যা এখন নেপালে সমালোচনামূলক ভাবে বিপন্ন।

ফ্লোরা বা উদ্ভিদসমূহ :— আভ্যন্তরীণ তরাইয়ের সাধারণ উদ্ভিদ হল হিমালয় উপক্রান্তীয় চওড়া পাতার বনাঞ্চল ও যেখানে শাল গাছ জাতীয় উদ্ভিদের প্রায় ৭০% জুড়ে রয়েছে। চুরিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ মুখে বরাবর পাইন জাতীয় গাছ। উত্তরের ঢালে ছোট ফুলের গাছ। ঝোপের প্রজাতিগণ, যেমন, বেলেরিক টার্মিনালিয়া রেলিরিকা, রোজউড-(ডালবারজিয়া শিশু), অ্যাক্সেলউড (অ্যানোজিসাস ল্যাটিফোলিয়া), হাতির আপেল (ডিলেনিয়া ইন্ডিকা), সামক্রোপনাটা এবং ধূসর ডাউন (সামক্রেপিন গাইউ) এছাড়া রয়েছে কাপেজ(ইড়সনধী পবরনধ)এবং রয়েছে রাইনো আপেল গাছ, যেগুলির ফল গন্ডারের কাছে খাদ্য হিসেবে অতুলনীয়। ২০০৬ এ চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্কে ৫৪৩ টি প্রজাতি রেকর্ড করেছে। এছাড়াও ২০টি কালো-চিহ্নযুক্ত ইউহিন একজোড়া গোল্ডেন সানবার্ড, বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস রয়েছে।

জঙ্গল সাফারিত লক্ষ্য করেছিলাম সাইবেরিয়া থেকে আগত কিছু সারস, ঈগল জাতীয় পাখি। সারা জঙ্গলপুরে কয়েকটি বন্য শুকর ছাড়া তেমন কিছু দেখা যায়নি। জন্তুদের আমরা না দেখলেও ওরা কিন্তু আমাদের দেখতে পেয়েছে। জঙ্গল সাফারি থেকে আমরা ফিরে এলাম বেলা নটায়। পশুপাখি অল্প দেখলেও জঙ্গলের সৌন্দর্য আমাকে ভীষণ টানে। এবার আমরা ব্রেকফাস্ট করে লুম্বিনির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এখান থেকে লুম্বিনির দূরত্ব ১৬৫ কিলোমিটার। .... চলবে

## চিত্তপট নাট্য উৎসব

প্রতিনিধিঃ সম্প্রতি খাঁটুরা চিত্তপট নাটকের শহর গোবরডাঙায় শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে আয়োজন করেছিল দুদিন ব্যাপী চিত্তপট নাট্য উৎসব ২০২৩-২৪। এবারের উৎসব তাঁরা উৎসর্গ করেছিল বিশিষ্ট অভিনেত্রী দীপা ব্রহ্ম-র স্মৃতির উদ্দেশ্যে। গোবরডাঙা পৌরসভার পৌর প্রধান শংকর দত্ত নটরাজের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে উৎসবের শুভ সূচনা করেন এবং বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী দেবাশিস ভট্টাচার্য পরিবেশন করেন উদ্বোধনী সংগীত। দেবাশিস বাবুর উদ্বোধনী সংগীত উপস্থিত সকল দর্শক শ্রোতাকে মন্ত্র মুগ্ধ করে দেয়। এবছর চিত্তপট সম্মানে সম্মানিত হন বিশিষ্ট মাইম শিল্পী সোমা মাইম থিয়েটারের নির্দেশক সোমা দাস, বিশিষ্ট নাট্যজন সুতপেশ চক্রবর্তী, আলোক শিল্পী গৌতম সরকার এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষক নীরেশ ভৌমিক-কে। চিত্তপট বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হন দেবাশিস ভট্টাচার্য। প্রতিদিন তিনটি করে মোট ছ'টি নাটক পরিবেশিত হয় উৎসবে। প্রথম দিন ছিল শৈল্পিক কলকাতা প্রযোজিত প্রবীর বসু নির্দেশিত নাটক ফিরে দেখা। মজার মোড়কে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এই নাটকে। দ্বিতীয় নাটক ছিল আরশিনগর প্রযোজিত রাজদীপ ঘোষাল নির্দেশিত নাটক চাটুজ্যে বাড়ুজ্যে। দমফাটা এই হাসির নাটকে খুব ভালো অভিনয় করেন প্রত্যেকে। এদিনের শেষ নাটক ছিল মানবিক মূল্যবোধের নাটক নাট্য মিলন গোষ্ঠী প্রযোজিত দিলীপ ঘোষ নির্দেশিত নাটক মানুষের ঠিকানা। দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক পরিবেশন করে আয়োজক সংস্থা চিত্তপট নিজে। মোহন দাসের মূর্তি তাদের এবছরের নতুন প্রযোজনা যার রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন শুভাশিস রায়চৌধুরী। গান্ধীজির অহিংস আদর্শে এক আদর্শ দেশ তথা সমাজ গঠনের বার্তা বহন করে এই নাটক। নাটকে দেবযানী গাঙ্গুলীর নাচ এবং অভিনয় সহ শুভাশিস, কাকলি সেন ভৌমিক, তপন রায়চৌধুরী, সুরজিৎ হালদার, শঙ্খদীপ রায়চৌধুরী, সন্দীপ হালদার প্রমুখের অভিনয় নাটককে এক অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেয়। দ্বিতীয় প্রদর্শনে ছিল ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্সের মূকাভিনয়, নির্দেশনায় জগদীশ ঘরামী। জগদীশের অভিনয় সবার মন জয় করে নেয়। উৎসবের শেষ নাটক ছিল বাগনা আলো নাট্য সংস্থা প্রযোজিত জয়ন্ত চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটক লজ্জা নেই। তাদের দলগত অভিনয় সত্যিই প্রশংসনীয়।

# প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম উদিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৯ জানুয়ারি থেকে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের ইংরেজি মাধ্যম বিভাগের সেরা ছাত্রী উদিতা চক্রবর্তী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে। ক্লাসের ফাস্ট গার্ল উদিতা এদিন শ্রেনিতে প্রথম হওয়ায় একটি বিশেষ পুরস্কারও লাভ করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উদিতার হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনায় ইংরেজিতে ক্রীড়া প্রতিযোগীদের শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে সমবেত শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে উদিতা। উপস্থিত সকলেই ছোট্ট উদিতার ভবিষ্যৎ জীবনের আরও সাফল্য কামনা করেন। পুরস্কার

বিতরন অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁর নবাগতা মহকুমা প্রশাসক উর্মি দে বিশ্বাস।

# অবেক্ষন এর শিশুমেলায় বহু মানুষের সমাগম

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গোবরডাঙার বাবুপাড়া সম্মিলনী ক্লাব মাঠে বিগত বছরের ন্যায় এবারও শিশু মেলা এবং পিঠে পুলি উৎসব এবং সেই সঙ্গে সেরা রাঁধুনি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় মহা সমারোহে। এদিন সকাল থেকেই মেলার আয়োজনে নেমে পড়েন আয়োজক অবেক্ষন এর সদস্য এবং সেই সঙ্গে দোকানিরাও। মধ্যাহ্ন থেকেই মেলায় শিশু এবং তাদের অভিভাবকগণ দোকান সাজিয়ে বসেন। বিভিন্ন খাবারের দোকানে বিক্রেতা শিশুরাই। অপরাহ্নে মেলায় আসেন অবক্ষেন এর অভিভাবক বর্ষিয়ান শিক্ষক পবিত্র মুখোপাধ্যায়, স্থানীয় গোবরডাঙা থানার অফিসার ইনচার্জ অসীম পাল, বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা সহ বহু বিশিষ্টজন। সকলেই অবেক্ষন আয়োজিত এই মেলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানান।

সন্ধ্যায় মেলার অন্যতম আকর্ষণ পিঠে পুলি উৎসবে অংশগ্রহনকারী সেরা তিনজন পিঠে পুলি প্রস্তুতকারীকে সেরা রাঁধুনির পুরস্কার প্রদান করা হয়। অংশগ্রহনকারী অন্যান্য সকলকে হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উদ্যোক্তারা। অন্যতম কর্ণধার পলাশ মুখোপাধ্যায় জানান, শুধু গোবরডাঙা নয়, এদিনের মেলায় কলকাতা সহ জেলার বিভিন্ন এলেকা থেকে আসা বহু মানুষ মেলায় ক্রেতা বিক্রেতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নানা

ধরনের খাবার ও অগনিত ক্রেতা বিক্রেতার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে মেলা প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে।

# শর্মিলা পালের পুস্তক প্রকাশ ও সাহিত্য সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৪ জানুয়ারি গোবরডাঙার পৌর টাউন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবি ও নাট্যকার শর্মিলা পাল প্রনীত পুস্তক প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয়। এদিন সংগীত শিল্পী ইতি হালদারের গাওয়া সংগীতের মধ্যে জগন্নাথ দাস ও তারা দা প্রমুখ । বিশিষ্ট লেখক শর্মিলা দেবী সকলকে স্বাগত জানান। শিশু শিল্পী ব্রততী পালের উদ্বোধনী নৃত্য গনেশ বন্দনা ও অর্জিতা দত্তের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সভার সূচনা

দিয়ে পুস্তক প্রকাশ ও সাহিত্য সভার সূচনা হয়। মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করেন বার্ষিয়ান কবি গোবিন্দ পান্তি। পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল হাজরা, কবি ও নাট্যকার বরুন হালদার, প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, কবি স্বপন বালা, বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষক দীপক কুমার দাঁ, কবি টুলু সেন, অর্চনা দে বিশ্বাস ও সংস্কৃতি প্রেমি হয়। কবিতা পাঠ করেন তমাল কৃষ্ঙ বনিক, বষিয়ান কবি গোবিন্দ পান্তি, ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, সাহিত্য প্রেমী জগন্নাথ দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শর্মিলা পাল বিরচিত পুস্তক প্রতিবিম্ব এর উল্লেখ করে তাঁর লিখন প্রতিভার প্রশংসা করেন এবং তাঁকে আরোও লেখা লেখি চলিয়ে যাবার আহ্বান জানান। এদিনের সাহিত্য সভায় জেলার বিভিন্ন এলেকা থেকে আগত কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

# প্রতিবন্ধীদের সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান

প্রথমপাতার পর...

ও জলপথ দফ্তরের প্রতিমন্ত্রী ও স্থানীয় সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। ছিলেন বনগাঁ পৌরসভার দলীয় কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল, দলনেতা প্রদীপ ব্যানার্জী, শংকর চ্যাটার্জী, মহিলা নেত্রী মীনাক্ষি দে, তনিমা সেন প্রমুখ। দলনেতা চন্দ্রকান্ত দাস স্বাগত ভাষণে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জনিয়ে আয়োজিত কর্মসূচীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা তুলে ধরেন।

দলনেতা দেবদাস মণ্ডল, রাজ্যের তৃণমূল সরকার ও তৃণমূল নেতা কর্মীদের সীমাহীন দুর্নীতির কথা তুলে ধরে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা একজন বিকলাঙ্গ। তাই তিনিও রাজ্যের যুব সমাজকে প্রতিবন্ধী করে রেখেছেন। মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে সারা দেশ এগিয়ে চলেছে। এ রাজ্যে যারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, আয়ূস্মান ভারত সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পান নি, তাঁদের সেই যুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা হবে।

এদিনের প্রতিবন্ধী সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান শিবিরে দফ্তরের আধিকারিক মনীশ পান্ডের উপস্থিতিতে ব্লকের ২০২ জন প্রতিবন্ধীকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। মন্ত্রী শান্তনু বাবু বলেন, এর জন্য ১১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তাঁর সংসদ এলেকার প্রতিটি বিধান সভা এলেকায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পে প্রতিবন্ধী সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান করা হবে। উন্নত মানের সহায়ক সরঞ্জাম পেয়ে অতিশয় খুশি প্রতিবন্ধী এবং তাদের পরিবারের মানুষজন।

# স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে ধৃত স্বামী

প্রথমপাতার পর...

মহাকুম আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, বনগাঁ থানার ঘাটবাওড় গ্রাম পঞ্চায়েতের চড়ুইগাছি গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মন্ডল তার স্ত্রী পূর্ণিমা মন্ডলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সাংসারিক বিবাদ চলছিল। সে কারণে পূর্ণিমা স্বামীর ঘর ছেড়ে বনগাঁর খড়ের মাঠ এলাকায় বড়ো মেয়ে মৌ মন্ডলের বাড়িতে বসবাস করত। অভিযোগ, মেয়ের বাড়িতে এসেই স্ত্রীকে ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায় ধৃত। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাকে বনগাঁ মহাকুম হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য
যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

মন ভরানো হাসির শর্ট ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য স্ক্যান করুন আমাদের এই কোডে অথবা ইউটিউবে সার্চ করুন
www.youtube.com/@monalisafilms5673
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্তর
যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬
মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

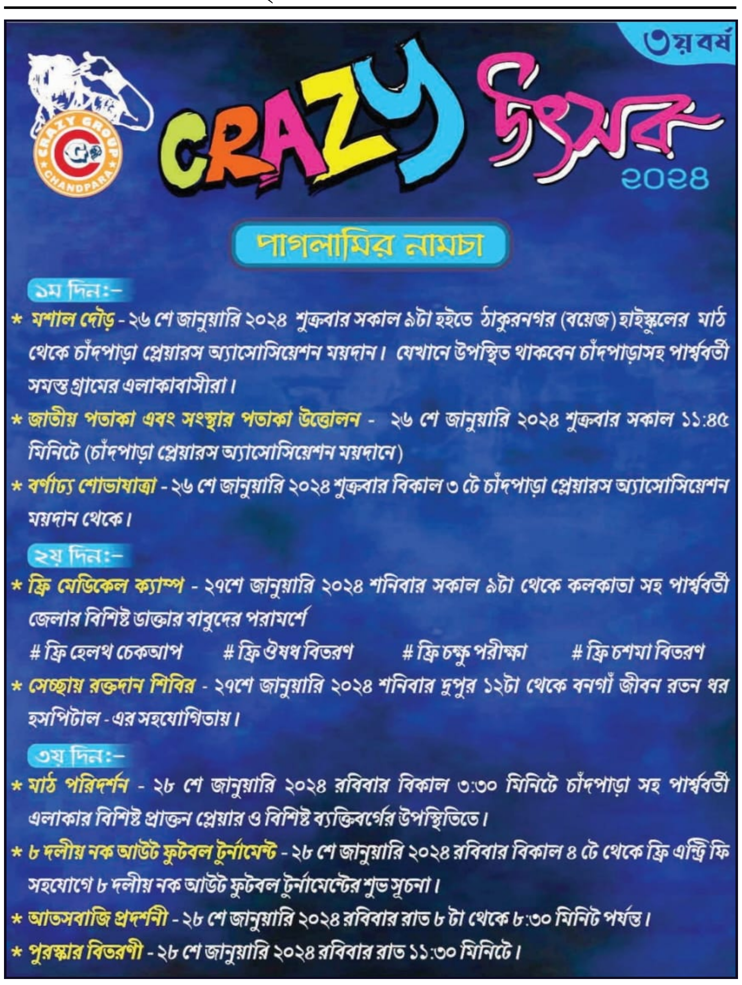


নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626
মোনালিসা ফার্ণিচার

# ভেটারেন্স ডে ’ তে বীর মাতা ও বীর নারীদের সংবর্ধনা ঠাকুরনগরে

নীরেশে ভৌমিক ঃ ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দফ্তরের ১৬ আসাম রেজিমেন্টের উদ্যোগে ঠাকুরনগরের জাগ্রত সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গনে গত ১৩ জানুয়ারি ভেটারেন্স ডে পালিত হয়। ঠাকুরনগর এক্স সার্ভিসম্যান ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় সংগঠনের সদস্যগন সহ তাদের পরিবারের মানুষজনও উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সম্পাদক কালিদাস বনিক জানান, ১৯৮৬ সালে ঠাকুরনগরে প্রাক্তন সৈনিকদের এই সংগঠন গড়ে উঠেছে। প্রতিবছর এই সংগঠন প্রজাতন্ত্র দিবস স্বাধীনতা দিবস রাখীবন্ধন উৎসব ইত্যাদি পালন করে থাকে অবসর প্রাপ্ত সৈনিকদের চিকিৎসা পেনশান ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা থাকলে তা সমাধানের ব্যবস্থা করে থাকে এবং সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক কাজকর্মও করে থাকেন সংগঠনের সদস্যগণ। এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শিশু শিল্পী সহেলী রায়ের কণ্ঠে দেশাত্ববোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে

আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভেটারেন্স ডে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কর্নেল জি, এস, পোখোরিয়া উপস্থিত যে সমস্ত মায়েদের সন্তান এবং স্ত্রীদের স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়েছেন সেই সমস্ত মহিলাদের হাতে উপহার তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান। এছাড়া উপস্থিত বর্ষিয়ান সৈনিকদের হাতেও উপহার তুলে দিয়ে কর্নেল মিঃ পোখেরিয়া বলেন, আমার সৌভাগ্য যে, আজ এখানে এসে এতজন বীরনারীর সাথে আমার সাক্ষ্যাৎ হল। তিনি প্রাক্তণ সৈনিকদের এধরনের সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে সকলকে আসাম রেজিমেন্টের সৈনিকগণ কফি, পকোড়া, মিষ্টি প্রদানে আপ্যায়িত করেন। অনুষ্ঠান অঙ্গনে স্বাস্থ্য শিবির, পেশাগত সমস্যার সমাধানে শিবির ছাড়াও ছিল চিপ ক্যান্টিন। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে ড্রোন এর নজরদারি সমবেত সকলের নজর কাড়ে। ঠাকুরনগরের প্রাক্তন সৈনিক সংগঠন আয়োজিত এদিনের ভেটারেন্স ডে’র অনুষ্ঠান বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

# সন্ধ্যা কুমুদের জমজমাট গানমেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ঠাকুরনগর খেলার মাঠের সুসজ্জিত মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে সন্ধ্যা কুমুদ কালচারাল একাডেমি আয়োজিত নবম বার্ষিক গান মেলার উদ্বোধন করেন একাডেমীর অভিভাবক বর্ষিয়ান কুমুদরঞ্জন ঘোষ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনের মধ্যে ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের প্রাক্তণ বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, সংস্কৃতিপ্রেমী শিক্ষক অনুপম দে, গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক, শিক্ষিকা ইতি রায়, সংগীত প্রেমী বিদ্যুৎ কান্তি মণ্ডল, ঝর্ণা মণ্ডল ও জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ। একাডেমীর কর্ণধার পার্থ ঘোষ ও সুতপা ঘোষ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগন সংগীতের চর্চা ও প্রসারে সন্ধ্যা কুমুদ একাডেমীর প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। উদ্যেক্তারা এদিন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব গোবরডাঙার আশিস চ্যাটার্জী, চাঁদপাড়ার সুভাষ চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ঠাকুরনগরের বার্ষিয়ান অসিত দাসকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে একাডেমীর শিক্ষার্থীগনের সমবেত কণ্ঠের সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত সংগীত মেলার সূচনা হয়।

# গাইঘাটা থানায় ডেপুটেশন বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সোনার দোকানে একের পর এক ডাকাতিতে খুন ও লুট পাটের ঘটনায় আতঙ্কিত এলেকার স্বর্ণ ব্যবসায়িগণ। নির্ভয়ে ব্যবসা করার লক্ষ্যে বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির চাঁদপাড়া শাখা কমিটি পুলিশ বিভাগের দ্বারস্থ হন। গত ৬ জানুয়ারি সমিতির কর্তাব্যক্তিগণ গাইঘাটা থানার পুলিশ অধিকারিকের নিকট এলাকার স্বর্ণ শিল্পের সাথে জড়িতে সকলের নিরাপত্তা এবং প্রানহানির আশঙ্কাকে দূর করতে সহযোগিতা প্রার্থনা করে স্মারক লিপি প্রদান করেন।

এদিনের ডেপুটেশনে সমিতির চাঁদপাড়া শাখার সভাপতি দিলীপ চৌধুরী, কার্যকরি সভাপতি আশুতোষ বিশ্বাস ও সম্পাদক চন্দন বনিক সহ সমিতির অন্যান্য পদাধিকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। সমিতির অন্যতম সদস্য বিশ্বনাথ সাহা জানান, আমরা থানা কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের ব্যবসা এবং জীবন সুরক্ষিত রাখতে পুলিশ বাহিনীর সাহায্য চেয়েছি। থানা কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে আমাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বলে সহ সভাপতি বিশ্বানাথ বাবু আরোও জানান।

# ভারতী স্কুলে হাবড়া নাট্যমিলন গোষ্ঠীর নাট্য কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ অশোকনগরের ভারতী বালিকা বিদ্যামন্দিরে গত ৫ জানুয়ারি এক নাট্য কর্মশালার আয়োজন করে শ্রীনগর হাবড়ার নাট্যমিলন গোষ্ঠী। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় আয়োজিত কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ৫৩ জন পড়ুয়া অংশ গ্রহন করে।

কর্মশালায় নাট্যদলের পরিচালক দিলীপ ঘোষ ছাত্রীদের নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে স্বচ্ছভারত অভিযানে অংশ নেন। অতঃপর ছাত্রজীবনে নাট্যচর্চার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন নাট্যব্যক্তিত্ব দিলীপ বাবু। সকল প্রশিক্ষনার্থীদের নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীগনকে হাতে কলমে অনুশীলন করান। কর্মশালাকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সংস্থার সদস্য মলয় বিশ্বাস, বিউটি সর্দার, মাধুরী ঘোষ, অজয় সর্দার, বাপী দাস প্রমুখ। উপস্থিত ছাত্রীরা কর্মশালাকে ঘিরে বেশ উৎসাহিত ও আবেগ প্রবন হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীনিগণের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণও কর্মশালার প্রশংসা করেন। এধরনের কর্মশালা পড়ুয়াদের চলার পথের পাথেয় হয়ে উঠবে। তারা আগামী দিনে পড়ুয়াদের স্বার্থে বিদ্যালয়ে এধরনের আরো কর্মাশালা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

# সুর ও ছন্দের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ আগামী ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি চাঁদপাড়ার ছেকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সুর ও ছন্দ মিউজিক একাডেমী আয়োজিত ৫ম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। একাডেমীর প্রাণ পুরুষ অধ্যাপক প্রভাষ মণ্ডল জানান, ১৩ জানুয়ারি সকালে পতাকা উত্তোলন ও মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলনের মাধ্যমে আয়োজিত উৎসবের সূচনা করবেন স্বনামখ্যাত কবি লালমোহন বিশ্বাস ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ আশিষকান্তি হীরা।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে শুরু হবে ছোটদের বসে আঁকো ও ছড়ার গান প্রতিযোগিতা। এরপর রয়েছে সর্ব সাধারনের জন্য সারেগামাপা লোক সঙ্গীত সহ নানা প্রতিযোগিতা। পরদিন দিন সকালে অনুষ্ঠিত হবে সর্বসাধারনের জন্য তবলার লহড়া, মধ্যহ্নে সংগীতের কর্মশালায় মিউজিক থেরাপীর গুনাবলী নিয়ে আলোচনা করবেন ড. শান্তনু তেওয়ারী ও ড. বাপ্পা দত্ত। রাতে সংগীত পরিবেশন করতে আসছেন সারেগামাপা খ্যাত শিল্পী নূর আলম ফকির সূর ও ছন্দের আসন্ন এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলেকার সংস্কৃতিপ্রেমী সুধীজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

# তাম্বুলদহ ও নাগরাতলায় ইফকোর কৃষক সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং ২ ব্লকের নাগরাতলা ও তাম্বুলদহ গ্রামে দেশের অন্যতম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোম্পানীর (ইফকো) উদ্যোগে এলাকার কৃষকদের নিয়ে কৃষি বিষয়ক সভায় ইফকোর জেলার ফিল্ড ম্যানেজার বিশিষ্ট কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ রীতেশ ঝা সমবেত কৃষকদের সামনে ইফকোর যুগান্তকারী আবিস্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডিএপি (তরল) সার ব্যবহার এবং সার ব্যবহারের পদ্ধতি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

জমিও ফসলে ইফকোর ন্যানো সার ব্যবহারের প্রয়োগ প্রদ্ধতি এবং এই সার ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন কৃষি বিশেষজ্ঞ রীতেশজী। সেই সঙ্গে ইফকোর সাগরিকা, বায়োফার্টিলাইজার ও প্রাকৃতিক পটাশ ইত্যাদি সারের ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সম্পর্ক গড়ে

## নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

| নিউ পি. সি. জুয়েলার্স | নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ | নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি |
|---|---|---|
| বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে) | বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে) | মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা |

## এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন– Mob. : 9733087626

## টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**